জাতিভেদ ও ইহার ইতিহাস

আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বহুজাতিতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, শূদ্র, প্রভৃতি বহুজাতিকে লইয়া এই হিন্দুসমাজ। এই জাতিভেদই আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য বিষয়।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে প্রথমই এ প্রশ্ন উঠে যে এই জাতিভেদের প্রকৃত ইতিহাস কি? ইহা কি বেদ-সম্মত না লৌকিক ও দেশাচার সৃষ্ট। মক্ষমূলার, বেবর প্রভৃতি বিজ্ঞ-পণ্ডিতমণ্ডলী যাঁহারা, বেদের নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বৈদিক যুগে জাতিভেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে "Caste is not a Vedic Institution"—"ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ বর্ত্তমান ছিল না।" এ বিষয়ে পণ্ডিত মক্ষমূলারের মতের কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল।

—"If then with all the documents present before us, we ask the question, does Caste System, as we find it in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided —'No'."

কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতায় আবার আর একটী সূত্র আছে যথা ঃ—

"ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীদ বাহু রাজন্যকঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইলেন; ক্ষত্রিয় বাহু হইলেন; বৈশ্য ইহার ঊরু; এবং পদ হইতে শূদ্রের জন্ম

হইল। পূর্ব্বোক্ত আলোচকগণের বিরুদ্ধ মতবাদীগণ হয়ত উল্লাস সহকারে বলিবেন যে, উহাদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ এই সূত্র হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই জাতিভেদ সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির সহিতই মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ বিরুদ্ধমতবাদীগণ একটু চিন্তা করিলেই তাহা সহজভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ঐ বৈদিক সূক্তটী রূপক মাত্র এবং শুধু ঐটীই নয় এরূপ আরও অনেক বৈদিক শাস্ত্রই রূপক বর্ণনা—ইংরাজিতে যাকে বলে allegory. এই রূপক-টীর প্রকৃত ব্যাখ্যা করিলে নিম্নরূপ হইয়া দাড়ায় যথা—যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেন তাঁহারা সমাজের মুখ স্বরূপ; যাঁহারা শত্রু হইতে সমাজকে রক্ষা করেন তাঁহারা বাহুস্বরূপ; যাঁহারা-অন্ন -বস্ত্রাদির সংস্থান করেন তাঁহারা উরু স্বরূপ এবং এইরূপ ব্যাখ্যাই বোধ হয় সুসঙ্গত।

এই স্থলে আর একটু লক্ষ্য করিবার আছে যে, পূর্ব্বোক্ত সূক্তটীতে ব্রাহ্মণ মুখ হইতে জন্মিলেন, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে জন্মিলেন এরূপ কোন কথা নাই। আছে কেবল ব্রাহ্মণ মুখ হইলেন, ক্ষত্রিয় বাহু হইলেন। তবে ইহা আপত্তির বিষয় হইতে পারে যে, "শূদ্রোঽজায়ত" অর্থাৎ শূদ্র জন্মিলেন এইরূপ কেন বলা হইল এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আর্য্যগণ বিজিত অনার্য্যদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিয়া পর্য্যাত্মক কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই অনার্য্যগণকে "শূদ্র" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই শূদ্রোঽজায়ত এই অংশটী হইতেও ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শূদ্রগণ পরে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। তবে ত এর মধ্যে আর

কোনরূপ গোলযোগ থাকিতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটী কথা উঠিতে পারে যে বেদ তো ঐতিহাসিক যুগ হইতে বহু প্রাচীন—উহাতে ইতিহাস-সমন্বিত কথা থাকিল কিরূপে—ইহার কারণ এই যে, ঋগ্বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ হইলেও ইহার সকল ঋক্ প্রাচীন নয়। বিভিন্ন কালে রচিত অনেক ঋক্ পরবর্ত্তী যুগে ঋগ্বেদ সংহিতাকারে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এব আর্য্যদের গুণভেদে জাতিভেদের পর যে ঐ বৈদিক সূক্তটী রচিত হইয়াছে—ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কাজেই এই সমস্ত আলোচনার পর ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক যুগে বর্ত্তমান প্রণালী অনুযায়ী কোনরূপ জাতিভাগ ছিল না। তখন প্রায় সকলই এক বর্ণ ছিল গুণানুসারে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণ বিভাগ ঘটিয়াছিল মাত্র—এবং এই বর্ণ-বিভাগই পরবর্ত্তী মহাভারতের যুগে আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে পারি—মহাভারতে যক্ষ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে আছে—

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে রাজন্, জন্ম বা স্বভাব, অধ্যয়ন বা বিদ্যা কিসের প্রভাবে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।"

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—"যক্ষ, শ্রবণ করুন—জন্ম বা অধ্যয়ন বা বিদ্যা কিছুই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে—চরিত্রই ইহার কারণ।" গীতায় স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"

—অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। গীতার টীকাকারগণ বলেন যে, গুণ বলিতে এখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ বুঝাইয়া থাকে। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ—তাঁহাদের কর্ম্ম শমদমাদি; অল্পসত্ত্বগুণবিশিষ্ট রজঃ

প্রধান ক্ষত্রিয়, তাহদের কর্ম্ম যুদ্ধাদি; অল্পতমোগুণবিশিষ্ট রজঃ-প্রধান বৈশ্য, তাহাদের কর্ম্ম কৃষি বাণিজ্যাদি; আর তমঃপ্রধান শূদ্র তাহাদের কর্ম্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। কাজেই ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে গুণানুসারে—বংশানুসারে নহে। বৈদিক যুগে এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এক পরিবারের কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য কেহবা শূদ্রের কার্য্য করিতেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি নীচ বর্ণ হইতে উদ্ভুত হইয়াও অনেকে তাঁহাদের সত্ত্বগুণ-প্রাধান্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও উক্ত যুগে বিরল নহে। নতুবা ধীবরকন্যার গর্ভে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয়া-গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মলাভ করিয়া কিরূপে ব্রাহ্মণ হইলেন—আবার ব্যাসদেবের ঔরসজাত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতিই বা কি প্রকারে ক্ষত্রিয় হইলেন?

গীতায় ভগবদ্বাক্যের বর্ণাশ্রম আলোচনা করিতে যাইয়া স্বর্গীয় মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"মনুষ্যের ব্রাহ্মণত্বাদি তাহার বংশানুসারে নহে—তাহার গুণানুসারে।

* * * * *

ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি। আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীনকালে শঙ্কর শ্রীধরের বহুপূর্ব্বে প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন।"

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সময়ের জাতিভেদ বেদোক্ত জাতিভেদ বা গীতোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা মুখে খুব বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া থাকি যে, আমরা বেদের মত অগ্রাহ্য করি না। কিন্তু বৈদিক মত বিরোধী এক ভ্রমাত্মক জাতিভেদের প্রভাবে আমাদের ধর্ম্ম যে ধ্বংসের মুখে

যাইতেছে সে-বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য নাই। এখন আমাদের জাতিভেদ একটা জন্মগত সংস্কার। চরিত্র যে-রূপই হউক না ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই তিনি নকুষ কুলীন—আর নীচবংশে জাত হইয়া একজন যত গুণীই হউক না কেন তিনি চিরদিনই অস্পৃশ্য অনাদরণীয়। আমরা এখন বৈদিক যুগের ন্যায় নৈতিক আভিজাত্যের আদর না করিয়া জন্মগত গরিমার সম্মান প্রদর্শন করিতে অধিকতর উদ্যত ও ইচ্ছুক—কাজেই আমাদের অবনতি হইবে না তো অবনতি হইবে কার ?

তাই তো বিবেকানন্দ অতি দুঃখে বলিয়া গিয়াছেন—"আমাদের ধর্ম্ম এখন আশ্রয় নিয়েছে জলের কলসী আর ভাতের হাঁড়ির ভিতর। ধর্ম্ম এখন শুধু ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।"

শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১ম বার্ষিক শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ।

ঊষা-স্তুতি

(ঋগ্‌বেদ হইতে)

আসিয়াছে ঊষা শ্রেষ্ঠ জ্যোতির জ্যোতির্ম্ময়ী ;
জন্ম লয়েছে শুভ্র আলোক আঁধারজয়ী ;
প্রসবি' সবিতা বেদনকাতরা রাত্রি মাতা
লয়েছে বিদায়, জাগিয়াছে ঊষা আলোকদাতা।